

উপনিষদ হল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

উপনিষদ হল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ...একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ, যা বদেের অংশ এবং "বদোন্ত" নামেও পরিচিত। এটি মূলত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করে। উপনিষদগুলিতে ব্রহ্ম (পরম সত্য) এবং আত্মার স্বরূপ এবং মুক্তির লাভের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপনিষদ শব্দেের অর্থ "গুরুর কাছে বসে শিক্ষা গ্রহণ করা"। এটি জ্ঞান, বিশেষ করে রহস্যময়, বা গোপনীয়, জ্ঞানকে বোঝায়, যা গুরুর সান্নিধ্য থেকে লাভ করা যায়। উপনিষদগুলি বৈদিক সাহিত্যের একটি অংশ এবং চারটি বদেের (ঋগ্বেদে, সামবেদে, যজুর্বেদে, এবং অথর্ববেদে) শেষে পাওয়া যায়।

উপনিষদগুলির মূল বিষয় হল ব্রহ্ম ও আত্মার সম্পর্ক, যা মুক্তির বা মোক্ষের পথ দেখায়। এটি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ- এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ বা আত্ম-উপলব্ধিকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়।

উপনিষদগুলির সংখ্যা 108টি হলেও, 13টি উপনিষদ রয়েছে যা সর্বাধিক পরিচিতি বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - কথা, কনে, ঈসা, মুণ্ডক, প্রস্ন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মান্দুক্য, ঐতরেয়, কঠাশতিকি, স্বতোস্বতার এবং মৈত্রায়ণী।

উপনিষদগুলি হিন্দু দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

উপনিষদ কোনো পৃথক শাস্ত্র নয়, বরং বদেেরই একটি অংশ। এগুলো তাত্ত্বিকভাবে বদেের অন্ত বা শেষে পর্যায্য হিসেবে বিবেচিত, যা আরণ্যকের শেষে অংশে জ্ঞান ও ব্রহ্মবদ্যার উপর আলোচনা করে। যদিও সব উপনিষদ আক্ষরিকভাবে বদেের শেষে অবস্থিত নয়, তবুও এদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গভীরতার কারণে এগুলো বদোন্ত নামে পরিচিত।

বদেের প্রধান চারটি বিভাগ-

সংহিতা: মন্ত্র ও স্তোত্রের সংকলন।

ব্রাহ্মণ: যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা।

আরণ্যক: ধ্যান ও উপাসনার বিষয়ে আলোচনা, বনবাসী ঋষিদের জন্য রচিত।

উপনিষদ: আত্মদর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা।

উপনিষদ বদেের একটি অবচ্ছিন্ন অংশ এবং বদোন্ত নামে পরিচিত। বদে হলো জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার, যেখানে ধর্ম, বজ্জ্ঞান, দর্শন, আচার, আধ্যাত্মিকতার গভীর চিন্তা ও চরিত্র সত্যের অনুসন্ধান রয়েছে।